দৈনিক খবর

তারিখ 23 JUL 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

C46

নকল প্রবণতা রোধের উপায় বের করার চেষ্টা

এসএসসি টেস্ট পরীক্ষার নিয়ম পরিবর্তনের ভাবনা

॥ সাহেদ হোসেন চৌধুরী ॥

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসএসসি দশম শ্রেণীর টেস্ট পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করার চিন্তা-ভাবনা করছে। এসএসসি পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধ করার লক্ষ্যে নতুন নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করা হচ্ছে বলে মন্ত্রণালয়ের সাথে জড়িত একটি উচ্চ পর্যায়ের সূত্র জানিয়েছেন।

জানা গেছে, আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের টেস্ট পরীক্ষা প্রতিটি জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করার জন্য একটা প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে নতুন করে প্রবর্তন করা এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা

শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

এসএসসি টেস্ট পরীক্ষার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়নি। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানা গেছে।

অপরদিকে ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিটি স্কুল প্রধানের কাছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তের চিঠি পাঠানো হয়েছে। দেশের সব জেলা প্রশাসকদের কাছেও অনুরূপ চিঠি দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এই চিঠি পাঠানো হয়।

টেস্ট পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কিত এই চিঠি পাওয়ার পর থেকে স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। শিক্ষকদের ধারণা এরকম নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করা হলে এক স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা অন্য স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। তা ছাড়া শিক্ষকদের নিজ স্কুলের পরিবর্তে অন্য কোন স্কুলে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। এতে তারা কোন প্রকার নিরাপত্তা পাবেন না। বর্তমানে প্রচলিত এসএসসি পরীক্ষায় শিক্ষকরা তাদের নিজ নিজ স্কুলেই পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, শিক্ষকদের এরকম ভীতিকর ধারণা নিতান্তই অমূলক। কেননা কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে পরীক্ষা পদ্ধতি সাজানো হবে- এটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে জেলা প্রশাসকদের সিদ্ধান্তের উপর। তবে প্রতিটি সেন্টারেই ছাত্র-ছাত্রীদের নকল ধরার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। চূড়ান্ত পরীক্ষার মতো টেস্ট পরীক্ষাতেও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নকল করার অভিযোগে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা যাবে। কেন্দ্রের বাইরে ও ভেতরে পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করা হবে। তা ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতায় আলাদাভাবে নাম্বার মার্কিং করা হতে পারে। প্রশ্নও অনুমোদন করবে জেলা প্রশাসকরা। এ সব কিছুই এসএসসি পরীক্ষার প্রাথমিক প্রস্তুতি। যাতে একজন ছাত্র বা ছাত্রী কোনভাবেই যেন চূড়ান্ত পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ না পায়।

অপর এক সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা আশংকাজনকভাবে বেড়ে গেছে। নতুন এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে নকলের প্রবণতা কমে যাবে। অবশ্য নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক এই যুক্তিকে খন্ডন করে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, এতে তেমন একটা লাভ হবে না। বরং পুরো শিক্ষা পদ্ধতি মুখ থুবড়েপড়বে।

উল্লেখ্য, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে সকল পরীক্ষায় নকল প্রবণতা প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ ইতিমধ্যে নিয়েছেন। এসব পদক্ষেপই পরবর্তীতে প্রশংসিতওহয়েছে।